৪

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 20 MAY 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

কাকিলাখালী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ ॥ মামলা দায়ের

কেশবপুর, ১৯শে মে (নিজস্ব সংবাদদাতা)।–কাকিলাখালী সম্মিলনী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার, চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে লাখ লাখ টাকা আদায় এবং ব্যাপক দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

১৯৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টির বর্তমান ছাত্রীসংখ্যা মাত্র ৩৭ জন। শিক্ষক রয়েছেন কাগজে–কলমে ৮ জন। দীর্ঘদিন যাবৎ প্রধান শিক্ষক পাঁচজন শিক্ষক নিয়ে স্কুল চালালেও আটজন শিক্ষকের সরকারি অনুদানের টাকা তুলে আসছেন। এক্ষেত্রে পরিচালনা কমিটির সভাপতি অনাথবন্ধু দাসের স্বাক্ষরও জাল করেছেন তিনি। সভাপতি এ ব্যাপারে থানা নির্বাহী কর্মকর্তাকে ২৯–১২–৯৪ তারিখে লিখিতভাবে অবহিত করেছেন। কোন রকম নিয়ম–কানুনের তোয়াক্কা না করে তিন জনের নামোল্লেখ করে প্রধান শিক্ষক স্থানীয় একটি পত্রিকায় ১৯–১১–৯৪ তারিখে বৈধকরণ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন। যা সম্পূর্ণ অবৈধ। চাকরি দেবার প্রলোভন দেখিয়ে এবং কিছুদিন শিক্ষকতার কাজ করিয়ে পঙ্কজ কুমার দাসের কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা নিয়েও তাকে চাকরি দেননি, এমনকি টাকাও ফেরত দেননি তিনি। এদিকে প্রধান শিক্ষক ২৬–১২–৯৪ তারিখে বুড়িহাটি গ্রামের সামসুন্নাহারকে চাকরি দেবার নামে লিখিত অঙ্গীকারনামা প্রদান করেন এবং মোটা অংকের টাকা গ্রহণ করেন।

চলতি বছর এসএসসি পরীক্ষার্থী এবং প্রধান শিক্ষকের আত্মীয় স্বপ্না চৌধুরী, কেশবপুর ডিগ্রি কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রী লিলি হেলাল এবং চঞ্চলা দাস, তপতী রানী দাস ও তন্দ্রা দাস এই পাঁচজনের নাম দেখিয়ে তিনি উপবৃত্তির টাকা আত্মসাৎ করেছেন।

এমনি ব্যাপক অনিয়ম ও অবৈধ কার্যকলাপের বিবরণের অভিযোগ এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের বিভিন্ন শাখায় প্রেরণ করায় গত ৮÷৪–৯৫ তারিখে ডিজি নিজে সরজমিন তদন্ত করেন। পরিদর্শনের সময় তিনি দশম শ্রেণীতে একজনসহ মোট ৩৭ জন ছাত্রীর হাজিরা পান।

এদিকে চাকরির প্রলোভনে মোটা অংকের টাকা নেবার পরও অন্যকে চাকরি দেয়ায় আজিজুর রহমান বাদী হয়ে প্রধান শিক্ষকের দুর্নীতির বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করেছেন। মামলা দায়েরের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত এক নির্দেশে উক্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ স্থগিত করেছে।

স্কুলটি প্রতিষ্ঠার পর ছাত্রীসংখ্যা অনেক থাকলেও প্রধান শিক্ষকের এই ধরনের কার্যকলাপের দরুণ অভিভাবকগণ ছাত্রীদেরকে অন্য স্কুলে ভর্তি করাচ্ছেন।